তারিখ ৩/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

309

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে পরীক্ষার ফল মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কম্পিউটার

শরিফুজ্জামান পিন্টু

লেটার গ্রেডিং সিস্টেমে পাবলিক পরীক্ষার ফল মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে কম্পিউটার। একজন পরীক্ষক প্রশিক্ষণ ছাড়া প্রচলিত নিয়মে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে নম্বর দিলে কম্পিউটারের মাধ্যমে এটাকে লেটার গ্রেডে রূপান্তর করা সম্ভব হবে। এই সিস্টেম চালু হলে ফল মূল্যায়নে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে না। 'ফেল' বলে পাবলিক পরীক্ষায় কোন শব্দ থাকবে না। ফল নিয়ে প্রতিবছর দেশজুড়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তার অবসান হবে। আর্থিক সাশ্রয় হবে ফেল করা ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের। গ্রেডিং সিস্টেম চালু প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে এ সব তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা যায়, আগামী ২০০১ সালের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার খাতা গ্রেডিং সিস্টেমে মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে বেশ অগ্রসর হয়েছে। লেটার গ্রেডিং সিস্টেম অর্থাৎ এ,বি,সি,ডি,ই,এফ প্রভৃতির মাধ্যমে ফল মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট মহলে ঐকমত্য হয়েছে। এ ব্যাপারে দ্বিমত না থাকলেও লেটার গ্রেডিংয়ের রূপরেখা নিয়ে তিনটি মত এসেছে। এ সব মতামত সমন্বয়ের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ও পহেলা অক্টোবর গ্রেডিং সিস্টেম নিয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ওয়ার্কশপে তিনটি মত নিয়ে আলোচনা হয়। একটি মত হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকে কম্পিউটারের মাধ্যমে সরাসরি লেটার গ্রেডিংয়ে রূপান্তর। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, প্রাপ্ত নম্বরকে নর্মাল কার্ভের মাধ্যমে গ্রেডিংয়ে রূপান্তর এবং তৃতীয় মত হচ্ছে প্রাপ্ত নম্বরকে আদর্শায়িত নম্বরে পরিণত করে গ্রেডিংয়ে কনভার্ট করা। এই তিনটি মতের যেটিই গ্রহণ করা হোক, গ্রেডিং সিস্টেম কম্পিউটারের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারে কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা থাকবে। নম্বরের রেঞ্জ কম্পিউটারে দেয়া হলে সাধারণভাবেই তা গ্রেডিংয়ে রূপান্তরিত হবে। লেটার গ্রেডের গুণগত ফল যেভাবে নির্ধারণ হতে পারে তা হচ্ছে, এ=চমৎকার (এক্সেলেন্ট), বি=খুব ভাল (ভেরি গুড), সি=ভাল (গুড), ডি=সন্তোষজনক (স্যাটিসফ্যাকটরি), ই=উত্তীর্ণ (পাস), এফ=অনুত্তীর্ণ (ফেল)। গ্রেডিংয়ের ধাপ এই ছয় স্তরের বেশি বা কম হতে পারে।

এদিকে গ্রেডিংয়ের রেঞ্জ কেমন হবে সেটি এখনও ফয়সালা হয়নি। অর্থাৎ কত নম্বর পেলে 'এ' গ্রেড বা কত নম্বর পেলে 'বি' গ্রেড ধরা হবে তা নিয়ে যুক্তিতর্ক চলছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহ গ্রেডিং সিস্টেম সম্পর্কে এই প্রতিবেদককে বলেন, আমাদের দেশে যে গ্রেডিং সিস্টেম চালু হবে সেটিকে বলা যায় 'সিম্পল গ্রেডিং'। তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক কারণে ব্রিটেন বা আমেরিকার মতো সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মত গ্রেডিং আমাদের এখানে সম্ভব নয়। চেয়ারম্যান বলেন, আমরা সবেমাত্র শুরু করতে যাচ্ছি। গ্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে নম্বরের রেঞ্জ কমিয়ে আনা হবে বলে তিনি জানান। ডঃ শরীফউল্লাহ বলেন, বিদেশে ৯০ থেকে ১০০ পেলে 'এ' গ্রেড দেয়া হয়। আমাদের এখানে ৭০ থেকে ৮০ পর্যন্ত পেলে 'এ' গ্রেড দেয়া যেতে পারে বলে তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গ্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সিস্টেমের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা হতে পারে। তবে কোনকিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়। গোটা বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। আগামী ২০০১ সালের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার খাতা গ্রেডিং সিস্টেমে মূল্যায়ন হবে বলে চেয়ারম্যান দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।